ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতেন একজন ফুটবলার হবেন। একটু বড় হয়ে সেই স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। এবার মনে ভর করে একটু সিরিয়াস বিষয়। সিদ্ধান্ত নেন নিয়মিত লেখালেখি করবেন। একজন বড় মাপের সাহিত্যিক হবেন। সে জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাগজ আর কলম নিয়ে বসে থাকতেন। না, মাথা থেকে একটুও লেখা বের হয় না। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক হবার চিন্তাটিও ঝেটিয়ে দিয়েছেন মাথা থেকে। ফুটবলার আর সাহিত্যিকের পরিবর্তে তিনি হয়েছেন একজন পুরোদস্তুর অভিনেতা। তিনি সবার প্রিয় তারকা ইন্তেখাব দিনার। অভিনয় তার রক্তের সাথে মিশে গেছে। এখন আর অভিনয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেন না। অভিনয় নিয়েই থাকতে চান আজীবন।

সালে প্রথম টিভি নাটকে অভিনয় করেন তিনি। দিনার অভিনীত প্রথম নাটক হলো গাজী রাকায়েতের রচনায় ও সালাউদ্দিন লাভলু পরিচালিত এক ঘণ্টার নাটক *গোর*। এই নাটকে দিনারের কো-আর্টিস্ট ছিলেন বিপাশা হায়াত। আর চরিত্রটিও ছিল মজার। এরপর সালাউদ্দিন লাভলু'র *বংশগতি* ও মোহন খানের *দূরের মানুষ* নাটকে অভিনয় করেন তিনি। দিনারের ক্যারিয়ারের উত্থান হয় একুশে টিভির বন্ধন নাটক দিয়ে। বন্ধন নাটকে দিনার মেডিকেলে পড়ুয়া পরিবারের ছোট ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চরিত্রটির নাম ছিল *রুহান*। দিনার বলেন, 'মূলত *বন্ধন* নাটকের মাধ্যমেই দর্শকরা আমাকে আলাদা করে চিনেছে। এই নাটকটি আমার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট।' *বন্ধন* নাটকের পর দিনারকে আর পেছনে ফিরে

স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। দিনার বলেন, 'আসলে এক ঘণ্টার নাটক করার মজাই আলাদা। এক ঘণ্টার নাটকে প্রথম থেকেই চরিত্রটির ভেতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু ধারাবাহিক নাটকে সেটা সম্ভব নয়।' আর মঞ্চনাটক নিয়ে দিনারের মন্তব্য হলো— অভিনয় করতে হলে মঞ্চ করতেই হবে এমনটি বিশ্বাস করেন না তিনি। তবে আমাদের দেশে যেহেতু কোনো অ্যাক্টিং স্কুল নেই তাই মঞ্চকেই অ্যাক্টিং স্কুল হিসেবে ধরা হয়। দীর্ঘদিন মঞ্চের সাথে যুক্ত থাকলেও দিনার বর্তমানে মঞ্চে একেবারেই সময় দিতে পারেন না। পুনরায় মঞ্চে ফেরার ইচ্ছেও নেই তার।

ঢাকায় জন্ম হলেও দিনারের কৈশোর কেটেছে ময়মনসিংহে। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় আবারো ঢাকায় আসেন তিনি। ভর্তি হন ঢাকার গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলে। এই স্কুল থেকেই

দিনার কাহন

অনেকটা শখের বসেই ১৯৯৫ সালে থিয়েটার দল *নাগরিক*-এ যোগ দেন দিনার। ঘটনাটা মজার। এসএসসি পাস করার পর অবসর সময় কাটাচ্ছিলেন তিনি। একদিন এক বন্ধু এসে জোর করে দিনারকে নিয়ে যায় একটি মঞ্চনাটক দেখবার জন্যে। সেদিন মঞ্চে নাগরিকের *দর্পণ* এর শো ছিল। প্রথম দিকে ভেবেছিলেন এইসব যাত্রা-টাত্রা দেখে কী হবে? কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে মঞ্চনাটক দেখতে গিয়েই অবাক হয়ে যান তিনি। এত সুন্দর অভিনয় করছেন তারা! এই মঞ্চ নাটকটি দেখেই মঞ্চ দল *নাগরিক*-এ যোগ দেবার চিন্তা করেন দিনার। পরে *নাগরিকের* যখন নাট্যকর্মী নিয়োগের সার্কুলার হয় তাতে দিনার আবেদন করেন এবং নির্বাচিত হয়ে যোগ দেন মঞ্চে। '৯৫ থেকে '৯৮ সাল পর্যন্ত টানা চার বছর মঞ্চ করবার পর '৯৮

তাকাতে হয় নি। একে একে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেন দিনার। এগুলো হলো— সেলিম আল দীনের *ইন্টারভিউ*, অমিতাভ রেজার *রূপালী ফানুস*, বদরুল আলম *সৌদের ত্রিমাত্রিক*, অনিমেষ আইচের *নিশুতী রাতের অতিথি* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দিনার এখন মিডিয়াতে ব্যস্ত অভিনেতাদের তালিকার প্রথমদিকে। দিনার অভিনীত বেশ কয়েকটি নাটক প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে। বর্তমানে দিনার বেশ কয়েকটি নাটকের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এগুলো হলো— জাহিদ হাসানের ধারাবাহিক নাটক *চোর কুঠুরি*, রুলীন রহমানের দ্বিবিদ উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক ও মেগাসিরিয়ালে অভিনয় করলেও দিনার এক ঘণ্টার নাটকে অভিনয় করতেই বেশি

দিনার এসএসসি পাস করেন। ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর দিনার ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে দুই বছর পড়ার পর পড়াশোনা বন্ধ করে দেন তিনি। এরপর একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অভিনয়ে। এক ভাই এক বোনের সংসারে দিনারের অবস্থান প্রথমেই। আপাতত বিয়ে নিয়ে কিছু ভাবছেন না। দিনার বলেন, 'আমি কখনো কোনো কাজ পরিকল্পনা করে করতে পারি না। তাই বলতে পারছি না কবে বিয়ে করব।' একজন বড় মাপের অভিনেতা হবার স্বপ্ন দেখেন তিনি। স্বপ্ন দেখেন ভালো কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখার। মুভিতেও অভিনয় করতে চান দিনার। ব্যাটে-বলে মিলে গেলে যে-কোনো মুভিতে অভিনয় করতে রাজি আছেন তিনি।

■ নুরুজ্জামান লাবু